বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন

BANGLADESH CHEMICAL INDUSTRIES CORPORATION

BCIC BHABAN, 30-31 DILKUSHA C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH

PHONE : PABX:9559281-82,85,9562140-41, FAX : 880-2-9564120. E-mail: bcic@btcl.net.bd, Web site : www.bcic.gov.bd

সূত্র নং- ৩৬.০১.০০০০.১৯৬.১৬.০৫৮.১৮/২৪৫

তারিখঃ ৩০-০৭-২০১৮ খ্রি.

বিষয়ঃ শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ প্রসংগে ।

সূত্র ঃ শিঃমঃস্মারক নং-৩৬.০০.০০০০.০৭৩.১৬.০১৪.১৮.২৭ তারিখ ০১-০৭-২০১৮খ্রি. ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রানুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিতব্য ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে অর্ন্তভূক্তির নিমিত্তে বিসিআইসি'র তথ্য (৮ কপি ছবি,Nikosh Font-এ টাইপকৃত ও Pen drive সহ) সদয় অবগতির জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযোজনীঃ প্রতিবেদন ০৮ পাতা।

৩০/৭/১৮

(শাহ্ মোঃ আমিনুল হক)
চেয়ারম্যান
ফোনঃ ৯৫৬৪১৫৩

সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
৯১ মতিঝিল বা/এ
ঢাকা-১০০০।

অনুলিপিঃ

১। ফেরদৌসী বেগম, উপসচিব, এমআইএস অধিশাখা, শিল্প মন্ত্রণালয়, ৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২। জনাব মোঃ শাহ্ আজিজ, সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা-২ শাখা, শিল্প মন্ত্রণালয়, ৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৩। অফিস কপি।
৪। মাস্টার কপি।

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন

ভুমিকাঃ

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন বাংলাদেশের পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এ সংস্থার অধীনে ১২টি চালু কারখানা আছে। চালু কারখানাগুলোর মধ্যে ৬টি ইউরিয়া সার কারখানা, ১টি ডিএপি সার কারখানা, ১টি টিএসপি সার কারখানা, ১টি কাগজ কারখানা, ১টি সিমেন্ট কারখানা, ১টি গ্লাসশীট কারখানা ও ১টি ইন্স্যুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়্যার কারখানা রয়েছে। খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস্ লিঃ এর উৎপাদিত পণ্য বিক্রি না হওয়ায় আর্থিক সংকটের কারণে গত ২৬-১১-২০১৩খ্রি. হতে বন্ধ রয়েছে এবং চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি) পুনরায় চালু করার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ঢাকা লেদার কোম্পানী লিঃ, নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্ লিঃ এবং খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লিঃ-সংস্থাধীন এই তিনটি কারখানা বন্ধ রয়েছে। সার কারখানা গুলোতে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৭,৬৪,০০৬.২০ মেঃ টন ইউরিয়া সার, ১,০০,৩৫৯ মেঃ টন টিএসপি ও ৫৩,৬৬৬ মেঃ টন ডিএপি সার উৎপাদন হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সরকারি সিদ্ধান্তক্রমে গত ২২-০৪-২০১৮খ্রি. হতে এসএফসিএল, ২২-০৪-২০১৭খ্রি. হতে সিইউএফএল, ০৫-০৪-২০১৮খ্রি. হতে জেএফসিএল, ১৯-০৪-১৭খ্রি. হতে এএফসিসিএল, ১৭-০৪-২০১৭ খ্রিঃ হতে ইউএফএফএল ও পিইউএফএফএল-এ গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় ইউরিয়া সার উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৩,১৮১.৯৭ মেঃ টন কাগজ, ৮১,০২০ মেঃ টন সিমেন্ট, ১৬.৩১ লক্ষ বর্গ মিটার গ্লাসশীট, ৬০০.৩২ মেঃ টন স্যানিটারীওয়্যার সামগ্রী ও ৯১৬.৭১ মেঃ টন ইন্স্যুলেটর এবং ২০১.৮০ মেঃ টন রিফ্র্যাক্টরীজ উৎপাদিত হয়েছে।

পে-অফ ও বন্ধ কারখানা পুনরায় চালুর কার্যক্রম চলছে। বিসিআইসি একটি আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন কারিগরী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট পরিচালনা করছে। বিসিআইসি'র শাখা অফিস চট্টগ্রাম শহরের আগ্রাবাদে অবস্থিত। ইউরিয়া সার উৎপাদনের পাশাপাশি বিসিআইসি ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ১৪.৫৮ লক্ষ মেঃ টন ইউরিয়া সার আমদানী করে এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ৪৯১ টি উপ-জেলায় প্রায় ৫৬০০ জন ডিলারের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সার বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। কৃষকের চাহিদা মোতাবেক যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে ইউরিয়া সার সংরক্ষণ ও বিতরণের লক্ষ্যে ১৩টি জেলায় প্রতিটি ১০,০০০ মেঃ টন করে মোট ১,৩০,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১৩টি বাফার গোডাউন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা নির্মাণাধীন রয়েছে। এছাড়া বিদ্যমান বাফার গুদামসমূহের মধ্যে ৬টি বাফার গুদামে ৬ সেট Module Tent স্থাপন করা হয়েছে। উপরোল্লিখিত ১৩ (তের)টি বাফার গুদাম নির্মাণ হলে ভবিষ্যতে সার সংরক্ষণ সহজতর হবে এবং বিতরণেও অনেক সুবিধা হবে। তাছাড়া, প্রয়োজনের সময় দ্রুতগতিতে সার কৃষকের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে, ফলশ্রুতিতে কৃষকেরা সময়মত ফসলে সার প্রয়োগ করতে পারবে। এতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন হবে। ফলে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দিকে এগিয়ে যাবে।

পটভূমি, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমঃ

১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির ২৭ নম্বর অধ্যাদেশের ১৯৭৬ সনের ২৫ নম্বর সংশোধনী বলে ৩টি কর্পোরেশন যথা- বাংলাদেশ সার, রসায়ন ও ভেষজ শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কাগজ ও বোর্ড কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ ট্যানারীজ কর্পোরেশন একীভূত করে ১লা জুলাই, ১৯৭৬খ্রি. বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। চেয়ারম্যান এবং বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স এর পরিচালকবৃন্দ সরকার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত। প্রধান নির্বাহী হিসাবে চেয়ারম্যানকে সংস্থাটি পরিচালনার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সুষ্ঠু কার্য সম্পাদন কল্পে সংস্থার পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে চেয়ারম্যান সংস্থার পরিচালক মন্ডলী, সচিব, বিভাগীয় প্রধান ও কারখানা প্রধানদেরকে ক্ষমতা প্রদান করে থাকেন। যার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ সংস্থা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি করে থাকেন। কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম সরকারের পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত একজন চেয়ারম্যান ও ৫ জন পরিচালক এর সমন্বয়ে গঠিত একটি বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রতিটি কারখানার জন্য রয়েছে আলাদা এন্টারপ্রাইজ বোর্ড/কোম্পানী বোর্ড। কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান/একজন ডাইরেক্টর উক্ত এন্টারপ্রাইজ বোর্ড/কোম্পানী বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। প্রতিটি এন্টারপ্রাইজ বোর্ডে শিল্প মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি বোর্ডের পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত আছেন। সংশ্লিষ্ট কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ নিজ নিজ এন্টারপ্রাইজ বোর্ডের দিক নির্দেশনা ও তদারকীর মাধ্যমে দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালনা করে থাকে।

সংস্থার অধীনস্থ কারখানাসমূহ ও চট্টগ্রামস্থ আঞ্চলিক কার্যালয়ের সার্বিক কর্মকান্ড তত্ত্বাবধান, পর্যালোচনা, নিয়ন্ত্রন ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক চাহিদা অনুযায়ী সরকারী খাতে সার আমদানী এবং সারাদেশে ডিলারদের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সার বিতরন সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের প্রত্যক্ষ তত্বাবধায়নে হয়। অধীনস্থ কারখানাসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, আর্থ কারিগরী সহায়তা প্রদান, শূন্য পদে লোক নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান, কারখানাসমূহের কমন আইটেম আমদানী, বিপনন সহায়তা প্রদান, বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও কারিগরী পরামর্শ প্রদান ও সার ব্যতিত অন্যান্য পণ্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারন ইত্যাদি কার্যক্রম সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের বিশেষায়িত বিভাগসমূহ করে থাকে। তা ছাড়াও সরকারী গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, কারখানাসমূহের অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অভ্যন্তরীন অডিট পরিচালনা কার্যক্রম করা হয়।

মোঃ গোলাম মোস্তফা
হিসাব কর্মকর্তা
এম আই এস বিভাগ
বিসিআইসি, ঢাকা।

মমতাজ বেগম
মহাব্যবস্থাপক
এম আই এস বিভাগ
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন
৩৩-৩১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

শিল্প কল-কারখানা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদ অত্যন্ত জরুরী। বিসিআইসি দেশে কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ঘোড়াশাল সার কারখানার প্রাঙ্গণে ১৭.০৩ একর জমির উপর ১৯৮৯ সালে একটি আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন "Training Institute for Chemical Industries" স্থাপন করা হয়। এটি বিসিআইসি'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট। এখানে প্রতি বছর দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী বিভিন্ন কোর্সে বিসিআইসি'র প্রতিষ্ঠান ছাড়াও দেশের সরকারী, আধা সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের শিক্ষানবীস ও চাকুরীরত বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগরি কর্মকর্তা, শ্রমিকদের পেশাগত দক্ষতা বাড়াতে ও মানোন্নয়নে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরী কলেজ হতে পাশ করা দেশে ও বিদেশে চাকুরী প্রার্থী শিক্ষিত যুবক তাদের কারিগরি জ্ঞান আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন। এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষ জনবল রসায়ন শিল্পসহ দেশের সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাকুরী এবং কারিগরি সেবা প্রদান করে আসছে। এখান থেকে প্রতি বছর স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী এবং মানোন্নয়ন কোর্সে প্রায় ৬০০/৭০০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন।

<u>বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রনাধীন বর্তমান চালু কারখানাসমূহঃ</u>

ক্রমিক নং	কারখানার নাম	অবস্থান	স্থাপনা কাল	উৎপাদিত পণ্যের নাম	একক	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা
১।	শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ	ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট	২০১৬ খ্রি.	ইউরিয়া	মেঃ টন	৫,৮০,৮০০
২।	চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিঃ	রাঙ্গাদিয়া,চট্টগ্রাম।	১৯৮৭খ্রি.	ইউরিয়া	মেঃ টন	৫,৬১,০০০
৩।	যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ	তারাকান্দি,জামালপুর।	১৯৯১খ্রি.	ইউরিয়া	মেঃ টন	৫,৬১,০০০
৪।	আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ	আশুগঞ্জ,বি-বাড়িয়া।	১৯৮১খ্রি.	ইউরিয়া	মেঃ টন	৫,২৮,০০০
৫।	ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ	ঘোড়াশাল,নরসিংদী।	১৯৭০খ্রি.	ইউরিয়া	মেঃ টন	৪,৭০,০০০
৬।	পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ	পলাশ, নরসিংদী।	১৯৮৫খ্রি.	ইউরিয়া	মেঃ টন	৯৫,০০০
৭।	টিএসপি কমপ্লেক্স লিঃ	নর্থ পতেঙ্গা,চট্টগ্রাম।	১৯৬৫খ্রি.	টিএসপি	মেঃ টন	১,০০,০০০
৮।	ডিএপি ফার্টিলাইজার কোং লিঃ	রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রাম।	২০০৬খ্রি.	ডিএপি	মেঃ টন	৫,২৮,০০০
৯।	কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিঃ	চন্দ্রঘোনা,রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।	১৯৫৩ খ্রি.	পেপার	মেঃ টন	৩০,০০০
১০।	ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ	ছাতক, সুনামগঞ্জ।	১৯৩৭খ্রি.	সিমেন্ট	মেঃ টন	১,৯০,০০০
১১।	উসমানিয়া গ্লাস শীট ফ্যাক্টরী লিঃ	কালুরঘাট শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম।	১৯৫৯খ্রি.	গ্লাসশীট	লঃবঃমিঃ	১৮.৬৭
১২।	বাংলাদেশ ইন্স্যুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়্যার ফ্যাক্টরী লিঃ	বক্সনগর, মিরপুর, ঢাকা।	১৯৮১খ্রি.	স্যানিটারীওয়্যার	মেঃ টন	৩,৪০০
				ইন্স্যুলেটর	মেঃ টন	১,২০০
				রিফ্র্যাক্টরীজ	মেঃ টন	৫০০

ক) <u>যৌথ উদ্যোগে চালু প্রতিষ্ঠানসমূহ</u> ঃ

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উৎপাদিত পন্য	বিসিআইসির বিনিয়োগ	
			শতকরা হার	লক্ষ্যমাত্রা
১	কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোং লিঃ	ইউরিয়া সার	৪৩.৫১%	২০০৪৯.৮৫
২	স্যানোফি (বাংলাদেশ) লিঃ	ঔষধ	১৯.৯৬%	৭০০.১৮
৩	বায়ার ক্রোপ সায়েন্স লিঃ	এগ্রো-কেমিক্যালস	৪০%	৮০.০০
৪	নোভারটিস (বাংলাদেশ) লিঃ	ঔষধ ও এগ্রো-কেমিক্যালস	৪০%	৬৫০.০২৪
৫	সিনজেনটা (বাংলাদেশ) লিঃ	এগ্রো-কেমিক্যালস	৪০%	৪১০.৫৭৬
৬	মিরাকল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ	পলি প্রপাইলিন ওভেন ব্যাগ এবং স্যাক ক্রাফট পেপার ব্যাগ	২০%	৩৪০.০০

মোঃ গোলাম মোস্তফা
হিসাব কর্মকর্তা
এম আই এস বিভাগ
বিসিআইসি, ঢাকা।

মমতাজ বেগম
মহাব্যবস্থাপক
এম আই এস বিভাগ
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন
৩০-৩১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

খ) যৌথ উদ্যোগে বন্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহঃ

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উৎপাদিত পন্য	বিসিআইসির বিনিয়োগ	
			শতকরা হার	লক্ষ টাকা
১	ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাষ্ট্রিজ কোং লিঃ	নিরাপদ দিয়াশলাই	৩০%	২৫৫.০০
২	বাল্ক ম্যানেজমেন্ট (বিডি) লিঃ	প্যাকেজিং এন্ড সার্ভিস	৩০%	১.৫০

গ) যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহঃ

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উৎপাদিত পন্য	বিসিআইসির বিনিয়োগ	
			শতকরা হার	লক্ষ টাকা
১	বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এন্ড এগ্রো-কেমিক্যালস লিঃ	এস এস পি সার	৪.২৯%	৮০.০০

জনবল ও পদোন্নতিঃ

কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় ও তার অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের জনবলের বিবরণঃ

শ্রেনি	অনুমোদিত পদ	কর্মরত জনবল	শূন্যপদ
প্রথম	২৫১১	১৪৩৬	১০৭৫
দ্বিতীয়	৭৭২	৫১২	২৬০
তৃতীয়	২৪০৫	১১৭৯	১২২৬
চতুর্থ	২০১৬	১১১৭	৮৯৯
শ্রমিক	৫৫৪৭	৩৭৫২	১৭৯৫
মোট =	১৩২৫১	৭৯৯৬	৫২৫৫

*১৩টি কারখানায় শূন্যপদের বিকল্প হিসেবে ঠিকাদারের মাধ্যমে ৩১৭৫ জন শ্রমিক/কর্মচারী দৈনিক ভিত্তিক (No work no pay) কর্মরত আছে।

কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় ও তার অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের পদোন্নতিপ্রাপ্ত জনবলের বিবরণঃ

প্রথম শ্রেনীর কর্মকর্তা	দ্বিতীয় শ্রেনীর কর্মকর্তা	কর্মচারী	শ্রমিক	মোট
৪১৩	১১৭	২৮৫	৮৫১	১৬৬৬

উন্নয়নমূলক কার্যক্রমঃ

বিসিআইসি প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে রসায়ন শিল্প খাতের উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের গৃহীত শিল্প নীতির আলোকে বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই বিসিআইসি এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে এবং উত্তরোত্তর এগিয়ে যাচ্ছে। গৃহীত কর্ম পরিকল্পনার মধ্যে বর্তমানে চালু প্রতিষ্ঠানসমূহে উৎপাদন ক্ষমতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মেরামত ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ এবং সরকারের সরকারী নীতি/দিকনির্দেশনা অনুযায়ী নতুন নতুন প্রকল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। অধিকন্তু বিগত সরকারের আমলে যে সমস্ত কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে বর্তমান সরকারের দিক নির্দেশনানুযায়ী সেগুলো পুন:চালুকরণের জন্যও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরের সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীঃ

(১) দেশে শিল্পায়নের লক্ষ্যে "সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় নতুন ১৩ (তের) টি বাফার গোডাউন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পঃ

"সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধা এবং কৃষকদের দোর গোড়ায় সার পৌঁছানো ও সময়মত সার প্রয়োগের নিমিত্ত দেশের বিভিন্ন জেলায় নতুন ১৩ (তের) টি বাফার গুদাম নির্মান" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের ১৩ (তের) টি বিভিন্ন জেলায় যথাঃ (১) নীলফামারী, (২) সুনামগঞ্জ, (৩) চাঁপাই নবাবগঞ্জ, (৪) গোপালগঞ্জ, (৫) পঞ্চগড়, (৬) শেরপুর, (৭) নেত্রকোনা,

মোঃ গোলাম মোস্তফা
হিসাব কর্মকর্তা
এম আই এস বিভাগ
বিসিআইসি, ঢাকা।

মমতাজ বেগম
মহাব্যবস্থাপক
এম আই এস বিভাগ
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন
৩০-৩১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

(৮) কিশোরগঞ্জ (৯) পাবনা, (১০) যশোর, (১১) বরিশাল, (১২) রাজবাড়ি ও (১৩) গাইবান্ধায় একটি করে বাফার গুদাম (প্রতিটি ১০,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন) নির্মাণের জন্য ডিপিপি (Development Project Proposal) প্রণয়ন করা হয়। ডিপিপি-টি ২৮-০৩-২০১৭খ্রি. একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ০৮-০৫-২০১৭ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়। উল্লেখ্য, জমি অধিগ্রহণের জন্য ডিপিপিতে অনুমোদিত বাজেটের পরিমাণ ছিল ৭০৬৪.৬৮ লক্ষ টাকা। কিন্তু সময়ের ব্যবধান ও ভূমি অধিগ্রহণ ম্যানুয়াল সংশোধিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত ১৩টি জেলার জন্য সর্বমোট ১৩৪৯০.১৯ লক্ষ টাকার চাহিদা পত্র পাওয়া যায়। অনুমোদিত বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে ৬৪২৫.৫১ লক্ষ টাকা বেশি হওয়ায় ডিপিপি বিশেষ সংশোধনের জন্য প্রস্তাব ১২-১১-২০১৭খ্রি. শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। শিল্প মন্ত্রণালয় উক্ত প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করলে সংশ্লিষ্ট বিভাগ জানায় যে, জমি অধিগ্রহণ ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ পরিপত্রে উল্লিখিত প্রকল্পের বিশেষ সংশোধন বিষয়ক শর্তসীমার বেশি হওয়ায় প্রকল্পটির বিশেষ সংশোধন করার কোন অবকাশ নেই। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে প্রস্তাবিত প্রকল্পটির ১ম সংশোধন প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণের জন্য জরুরি ভিত্তিতে সংশোধিত ডিপিপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানায়। তৎপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলমান রয়েছে।

(২) <u>দেশে শিল্পায়নের লক্ষ্যে ''বিএমআরই অব ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ'' প্রকল্প</u>

ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ সুনামগঞ্জ জেলায় মোট ২৫৫.৬০ একর জমির উপর ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪১ সালে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যায়।কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ৫০০ মেঃ টন এবং বার্ষিক ৩০০ ষ্ট্রীম ডেজ এর ভিত্তিতে প্রকল্পের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১,৫০,০০০ মেঃ টন। বর্তমানে কারখানাটি পুরাতন হওয়ায় উৎপাদন ব্যাপক হ্রাস পেয়ে লোকসানে পরিচালিত হচ্ছে। কারখানাটি পুরাতন ও অধিক জ্বালানী সাশ্রয় করতঃ লাভজনকভাবে পরিচালনার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে দৈনিক ৫০০ মেঃ টন, বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ১.৫০ লক্ষ মেঃ টন এবং ড্রাই পদ্ধতিতে দৈনিক ১,৫০০ মেঃ টন, বৎসরে ৪,৫০,০০০ মেঃ টন ক্লিংকার উৎপাদন করার লক্ষ্যে গত ০৮-০৩-২০১৬খ্রি. একনেক সভায় ৬৬৬৮১.৮৩ লক্ষ (ছয়শত ছেষট্টি কোটি একাশি লক্ষ তিরাশি হাজার) টাকা বিনিয়োগ ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। বর্তমানে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিমিত্ত সাধারণ ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে কারিগরি মূল্যায়ন শেষে প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য গত ১১-০৬-২০১৮খ্রি. শিল্প মন্ত্রনালয়ে প্ররণ করা হয়েছে। জুন ২০১৮খ্রি. পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১৭.৭০%।

(৩) <u>শিল্পায়নের লক্ষ্যে ''চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি) পুনঃ চালুকরণ'' প্রকল্প</u>

চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি) লি. পুনঃ চালুকরণের নিমিত্ত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির গত ২৪-০২-২০১৩খ্রি. অনুষ্ঠিত সভায় M/S Wuhan Anyang Science & Technology Co. Ltd (WASTCL), China এর ক্রয় প্রস্তাবের অনুমোদন প্রদান করা হয় এবং ২৪-০৪-২০১৩খ্রি. চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পন্ন করার পর ০৪-১০-২০১৩খ্রি. থেকে চুক্তি বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা হয়। কারখানার মেকানিক্যাল কমপ্লিশন শেষে গত ১৩/০১/২০১৭খ্রি. থেকে Performance Guaranty Test Run (PGTR) কার্যক্রম শুরু করা হয় কিন্তু PGTR সফল করতে পারে নাই। গত ০৩-০১-২০১৮খ্রি. সিসিসিতে অবস্থানরত সকল চাইনিজ নাগরিক কোন রকম অবহিত না করে সিসিসি ত্যাগ করেন। এতে প্রতিয়মান হয় যে, চায়না ঠিকাদার WASTCL সিসিসি পুন:চালুকরনে আগ্রহী নয়। এই প্রেক্ষিতে বিসিআইসি বোর্ড সভায় চায়না ঠিকাদার WASTCL কে টার্মিনেট করে নিজস্ব উদ্যোগে সিসিসি চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। WASTCL কে টার্মিনেট করার নিমিত্ত আইনজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী কারন দর্শানো নোটিশ (show cause notice) গত ২৮-০৩-২০১৮খ্রি. WASTCL বরাবর প্রেরণ করা হয় এবং WASTCL গত ১১-০৪-২০১৮খ্রি. এর জবাব প্রেরণ করে। WASTCL এর জবাব চুক্তির ধারা মোতাবেক গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় গত ০৬-০৫-২০১৮খ্রি. চুক্তি বাতিলের চিঠি প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে কারখানার উৎপাদন পুনরায় চালু করার নিমিত্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

(৪) <u>শিল্পায়নের লক্ষ্যে "বাংলাদেশ গ্লাস ফ্যাক্টরী" নামক নতুন গ্লাস ফ্যক্টরী স্থাপন</u>

বিসিআইসি'র একক মালিকানায় একটি বিশ্বমানের গ্লাস কারখানা স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর সহায়তায় পূর্ণাঙ্গ বাজার জরিপ ও আর্থ-কারিগরি সমীক্ষা সম্পাদন পূর্বক যথাশীঘ্র প্রকল্পটি হাতে নেওয়া এবং তা জরুরি ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে মর্মে প্রস্তাবটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১০-০২-২০১৮খ্রি. অনুমোদিত হয়েছে। এমতাবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত সার-সংক্ষেপের সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় হতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) প্রাঙ্গনে বিসিআইসি'র মালিকানায় 'বাংলাদেশ গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ স্থাপন প্রকল্প' নামে সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণ করার লক্ষ্যে বুয়েটের মাধ্যমে Techno-Economic Feasibility Study কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং এর Soil test ও ডিজিটাল সার্ভে কাজ শেষ হয়েছে। বুয়েট অর্থ কারিগরি সমীক্ষা প্রতিবেদন জমা দিয়েছে এবং ডিপিপি কার্যক্রম চলমান আছে।

মোঃ গোলাম মোস্তফা
হিসাব কর্মকর্তা
এম আই এস বিভাগ
বিসিআইসি, ঢাকা।

মমতাজ বেগম
মহাব্যবস্থাপক
এম আই এস বিভাগ
বাংলাদেশ কেমিকাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন
৩৩-৩১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পঃ

(১) শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রজেক্ট (এসএফপি) (৩য় সংশোধিত)ঃ

এসএফপি শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রকল্প হিসাবে হাতে নেয়া হয়। চীন সরকারের 1.6 Billion RMB Yuan Chinese Govt. Concessional Loan (CGCL), চীনা এক্সিম ব্যাংকের US$ 325.00 million 'Preferential Buyer's Credit (PBC) ও বাংলাদেশ সরকারের ৮৮৮৩৬.৭২ লক্ষ টাকার সমন্বয় মোট ৫৮০.১৯ মিলিয়ন US$ LSTK মূল্যসহ সর্বোচ্চ ৪৮৭৪৪৪.৭২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয় সম্বলিত বার্ষিক ৫,৮০,৮০০ মেঃ টন গ্রানুলার ইউরিয়া সার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প (এসএফপি) চীনা পদ্ধতি অনুসরণে চীন সরকার কর্তৃক নির্বাচিত প্রকল্পের সাধারণ ঠিকাদার চীনের মেসার্স কমপ্ল্যান্ট কর্তৃক LSTK এর ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হয়। শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প (এসএফপি)'র ডিপিপি গত ০১-১২-২০১১খ্রি. একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। গত ১১-১২-২০১১খ্রি. প্রকল্পের সাধারণ ঠিকাদার M/S COMPLANT এর সাথে বিসিআইসি'র বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং গত ২১-০১-২০১২খ্রি. বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে প্রকল্পের ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২৪ মার্চ, ২০১২খ্রি. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। প্রকল্পের ঋণ চুক্তি ০৫-০৪-২০১২খ্রি. এবং প্রকল্পের বাণিজ্যিক চুক্তি ১৬-০৪-২০১২খ্রি. কার্যকর হয়। চুক্তির শর্তানুসারে General Contractor (M/S COMPLANT)-কে ০১-০৬-২০১২খ্রি. প্রকল্পের জায়গা বুঝিয়ে দেয়া হয় এবং প্রকল্পের বাণিজ্যিক চুক্তি কার্যকরের তারিখ ১৬-০৪-২০০১২ থেকে ৩৮ মাসের (জুন, ২০১৫) মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সেপ্টেম্বর-২০১৫ মাসে শেষ হয় এবং ২০-০৯-২০১৫খ্রি. প্রকল্পে পরীক্ষামূলক ইউরিয়া উৎপাদন শুরু হয়। শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প চালু করার জন্য কমিশনিং এর শেষে ২৯-০২-২০১৬খ্রি. Final Acceptance Certificate (FAC) প্রদান করা হয়। গত ০১-০৩-২০১৬খ্রি. শাহজালাল সার কারখানায় বাণিজ্যিকভাবে ইউরিয়া উৎপাদন শুরুর পর কারখানার নামকরণ করা হয় "শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ (এসএফসিএল)"। গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শী জিনপিং এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৪-১০-২০১৬খি. কারখানাটির শুভ উদ্বোধন করেন। সম্প্রতি মেয়াদকাল ৩১-১২-২০১৯খ্রি. পর্যন্ত বৃদ্ধি করে (প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে) প্রকল্পের ৩য় সংশোধন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেটে মোট ১০৫.২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল (সম্পূর্ণ জিওবি)। উক্ত অর্থ বছরে মোট ব্যয়ও হয়েছে ১০৫.২৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ বাজেটের সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে জুন'২০১৮খ্রি. পর্যন্ত সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ৪৯০৫.১৬ কোটি টাকা যার মধ্যে জিওবি ৯১৯.০৯ কোটি টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৩৯৮৬.০৮ কোটি টাকা এবং জুন, ২০১৮খ্রি. পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৯৮%। বর্তমানে প্রকল্পের আবাসিক কলোনীসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের কাজ চলমান আছে।

(২) মডার্ণাইজেশন এন্ড ষ্ট্রেংদেনিং অব ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ ইন বাংলাদেশঃ

ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ (টিআইসিআই) ১৯৯০ সাল হতে শিল্প কারখানার জনবলের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের মান সম্পন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে। এছাড়াও TICI প্রশিক্ষকগণের লব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা দেশের কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে শিল্প কারখানার চাহিদার ভিত্তিতে কারিগরি সহায়তা সার্ভিস প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ কোর্স ও কারিগরি সহায়তা সার্ভিস এর চাহিদা ক্রমান্নয়ে বাড়ছে। সে প্রেক্ষিতে অত্র কারিগরি সহায়তা উন্নয়ন প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়। উক্ত প্রকল্পটি দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা 'KOICA' এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে বাস্তাবয়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই ২০১৪খ্রি. হতে জুন ২০১৮খ্রি. পর্যন্ত। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ৫০.১৬ কোটি টাকা ব্যয় হবে যার মধ্যে জিওবি ১০.১৬ কোটি টাকা এবং KOICA এর অনুদান ৪০.০০ কোটি টাকা। বর্তমানে প্রকল্পের মেয়াদ ৩০-০৬-২০১৯খ্রি. পর্যন্ত বৃদ্ধির (প্রকল্প ব্যয় ২৩৯.৭৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধিসহ) প্রক্রিয়া চলমান আছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেটে মোট ৯৮.৯৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল যার মধ্যে জিওবি ৬৮.৯৬ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৩০.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত অর্থ বছরে মোট ব্যয় হয়েছে ৭৯.৫০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে জিওবি ৪৯.৫০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু থেকে জুন, ২০১৮খ্রি. পর্যন্ত সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ৪৯.৯৭ কোটি টাকা যার মধ্যে জিওবি ৯.৯৭ কোটি টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৪০.০০ কোটি টাকা এবং জুন, ২০১৮খ্রি. পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৯৩.৭৭%।

(৩) ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্পঃ

ঘোড়াশাল ও পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার এর খালি জায়গায় আধুনিক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তি সাশ্রয়ী ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কারখানা স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্পের টেন্ডার ডকুমেন্ট মূল্যায়ন শেষ হয়েছে। মূল্যায়ন রিপোর্ট পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য ০৭-০১-২০১৮খ্রি. শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

মোঃ গোলাম মোস্তফা
হিসাব কর্মকর্তা
এম আই এস বিভাগ
বিসিআইসি, ঢাকা।

মমতাজ বেগম
মহাব্যবস্থাপক
এম আই এস বিভাগ
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন
৩০-৩১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

সেবামূলক কার্যক্রমঃ

বর্তমান যুগে যেখানে মানবাধিকারের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে সে ক্ষেত্রে একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণে অবহেলা করার কোন সুযোগ নেই। এই বিষয়টিকে উদ্দীপনা সহায়ক হিসাবে বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনশক্তির নৈতিকতার উৎকর্ষ সাধনের জন্য জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের উপর সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। উন্নয়নমূলক সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে বিসিআইসিতে কর্মরত কর্মচারীগণের সন্তান ও নির্ভরশীলদের শিক্ষা সুবিধা প্রদানের জন্য ঢাকা পৌর এলাকা এবং নিয়ন্ত্রনাধীন কারখানাসমূহে ৬ টি কলেজ ও ১০টি স্কুল পরিচালনা করছে। প্রত্যেক বছরই এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী জাতীয় পরীক্ষাসমূহে অংশগ্রহণ করছে এবং উত্তরোত্তর ভাল ফলাফল করে আসছে। স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন কারখানা সমূহে পর্যাপ্ত এমবিবিএস ডাক্তার, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নার্স ও মিডওয়াইফ নিয়োজিত থেকে কারখানার নিয়ন্ত্রণাধীন হাসপাতালে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করে থাকে। বিদ্যমান শ্রম আইন অনুযায়ী কারখানায় কর্মরত নারী শ্রমিকদের ১৬ সপ্তাহের মজুরীসহ প্রসূতিকালীন ছুটি পেয়ে থাকেন। তাছাড়া শ্রমিকদেরকে বিনা মূল্যে অধিকাংশ ঔষধ কারখানার মেডিক্যাল সেন্টার থেকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। শ্রমিকগণ কর্মক্ষেত্রে দূঘটনার সম্মুখীন হলে তাদেরকে শ্রম আইনের আওতায় আর্থিক ক্ষতিপূরণসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কল্যাণ তহবিল হতে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের পর্যান্ত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সংস্থা Personnel & MIS System এর পাশাপাশি কৃষি সেবা হেল্প লাইন কার্যক্রম সহ নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করেছেঃ

১।	e-filing কার্যক্রম	বিসিআইসি'তে ই-ফাইলিং গত ১৫-০৪-২০১৮খ্রি. থেকে কার্যক্রম লাইভে শুরু হয়েছে এবং উত্তরোত্তর নথি ই-ফাইলে বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলছে। জুন'২০১৮ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী সরকারের বৃহৎ দপ্তর/সংস্থার মধ্যে বিসিআইসি ২৯তম অবস্থানে রয়েছে।
২।	e-GP কার্যক্রম	টেন্ডারসমূহ ই-জিপির মাধ্যমে বিসিআইসি প্রধান কার্যালয়ে জানুয়ারী, ২০১৮ হতে লাইভে বাস্তবায়ন শুরু করেছে। পাশাপাশি বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ৯টি কারখানা/প্রতিষ্ঠান ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বিভিন্ন টেন্ডার e-GP তে বাস্তবায়ন করছে।
৩।	Biomatric Time Attendance	বিসিআইসি'র ৪টি ফ্লোরের মোট ১৪টি বিভাগ/উপ-বিভাগ/শাখায় Biomatric Time Attendance চালু করা হয়েছে।
৪।	CCTV	বিসিআইসি প্রধান কার্যালয়ে CCTV স্থাপন করে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

নিয়োগ কার্যক্রম (২০১৭-২০১৮)ঃ

নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
-	-	-	২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে নবম গ্রেড এবং দশম গ্রেড এ ৩৪ (চৌত্রিশ) জন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

২০১৭-২০১৮ সালে প্রশিক্ষণ/সেমিনার সংক্রান্ত তথ্যঃ

স্থানীয় প্রশিক্ষণ		বৈদেশিক প্রশিক্ষণ		সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংখ্যা		সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	
কর্মসূচীর সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	কর্মসূচীর সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	দেশে	বিদেশে	দেশে	বিদেশে
৯১	৫২০	৭	১৪	২০	২	৫৪৪	৩

*সংস্থা এবং সংস্থাধীন বিভিন্ন কারখানা/প্রকল্প/প্রতিষ্ঠান হতে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে স্থানীয় ও বৈদেশিক পর্যায়ে মোট ১২০টি প্রশিক্ষণ/সেমিনার/সম্মেলনে সর্বমোট ১,০৮১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী/শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে স্থানীয় ও বৈদেশিক পর্যায়ে শুধু প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন সর্বমোট ৫৩৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী/শ্রমিক। স্থানীয় প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ৫২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী/শ্রমিক এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ১৪ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।

মোঃ গোলাম মোস্তফা
হিসাব কর্মকর্তা
এম আই এস বিভাগ
বিসিআইসি, ঢাকা।

মমতাজি বেগম
মহাব্যবস্থাপক
এম আই এস বিভাগ
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন
৩০-৩১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

উৎপাদনের সংক্ষিপ্ত সার (২০১৭-২০১৮)ঃ

পণ্যের নাম	একক	বার্ষিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন
ইউরিয়া	মেঃ টন	৯,৪৩,৯৭৫	৭,৬৪,০০৬.২০
টিএসপি	মেঃ টন	১,০০,০০০	১,০০,৩৫৯
ডিএপি	মেঃ টন	৫০,০০০	৫৩,৬৬৬
কাগজ	মেঃ টন	৮,০০০	৩,১৮১.৯৭
সিমেন্ট	মেঃ টন	৪০,০০০	৪১,০২০
গ্লাসশীট	লক্ষ বর্গমিটার	১৫.৭৯	১৬.৩১
স্যানিটারীওয়ার	মেঃ টন	১৩০০	৬০০.৩২
ইন্স্যুলেটর	মেঃ টন	৯০০	৯১৬.৭১
রিফ্র্যাক্টরীজ	মেঃ টন	৪০০	২০১.৮০

বিপণন ও বিক্রয় ব্যবস্থাপনাঃ

(ক) সার বিক্রয় ও ব্যবস্থাপনাঃ

সারা দেশে কৃষকদের মাঝে সুষ্ঠুভাবে ইউরিয়া সার পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে বিসিআইসি কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিরূপিত চাহিদা মোতাবেক বিসিআইসি নিয়ন্ত্রণাধীন ৬টি ইউরিয়া সার কারখানার উৎপাদনের পাশাপাশি বিদেশ ও কাফকো থেকে আমদানীকৃত ইউরিয়া সার ২৫টি বাফার গুদাম, ৩টি ট্রানজিট গুদাম ও কারখানাসমূহের মাধ্যমে সারা দেশে ডিলারদের অনুকূলে ইউরিয়া সার বিতরণ করে থাকে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ২৫,০০,০০০ মেঃ টন ইউরিয়া সারের চাহিদার বিপরীতে ৯,৬৫,৪৪০ মেঃ টন প্রারম্ভিক মজুদ এবং সংস্থার ৩টি ইউরিয়া সার কারখানায় উৎপাদিত ৭,৬৪,০০৬ মেঃ টন, কাফকো থেকে ৩,২১,৪৪০ মেঃটন ও বহির্বিশ্ব থেকে ১১,৩৬,২৯৪ মেঃ টন আমদানীকৃত ইউরিয়া সার সহ সর্বমোট ২৪,২৭,৪৬৭ মেঃ টন সার দেশের ৪৯১ টি উপজেলার ৫৬০০ জন ডিলারের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে।

অপরদিকে, বিসিআইসির নিয়ন্ত্রণাধীন ডিএপিএফসিএল ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১,০০,০০০ মেঃ টন ডিএপি সার বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৭১,৭৪৯ মেঃ টন, টিএসপিএল ১,০০,০০০ মেঃ টন টিএসপি সার বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১,১০,৮১৫ মেঃ টন এবং উসমানিয়া গ্লাসশীট ফ্যাক্টরী লিঃ ১,৫০,০০০ লক্ষ বর্গফুট গ্লাসশীট বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১,৪১,০০০ লক্ষ বর্গফুট বিক্রয় করতে সক্ষম হয়েছে। গ্লাসশীট কারখানাটির প্রযুক্তি পুরাতন বিধায় বর্তমান বাজারে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত Float Glass এর সাথে উসমানিয়ায় উৎপাদিত গ্লাস প্রতিযোগিতা করতে না পারায় বিক্রয় কম হয়েছে।

(খ) কাগজ বিক্রয়ঃ

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিঃ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মে পর্যন্ত ৬৯০০.২২ মেঃ টন কাগজ বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩১৯৬.৪২ মেঃ টন বিক্রয় করতে সক্ষম হয়েছে। কারখানাটি অনেক পুরাতন বিধায় উৎপাদন কম হওয়ার কারণেই মূলতঃ বিক্রয় কম হয়েছে। উক্ত কারখানা ডিলারের মাধ্যম ছাড়াও সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট সরাসরি কাগজ বিক্রয় করে থাকে।

(গ) ছাতক সিমেন্ট বিক্রয়ঃ

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে মে পর্যন্ত ৩৬২৬০ মেঃ টন সিমেন্ট বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪০৩৫৭.৬০ মেঃ টন সিমেন্ট বিক্রয় করেছে। কারখানাটি পুরাতন হওয়ায় উৎপাদন এবং বিক্রয় কম হয়েছে। উক্ত কারখানা ডিলারের মাধ্যম ছাড়াও সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট সরাসরি বিক্রয় করে থাকে।

মোঃ গোলাম মোস্তফা
হিসাব কর্মকর্তা
এম আই এস বিভাগ
বিসিআইসি, ঢাকা।

মমতাজ বেগম
মহাব্যবস্থাপক
এম আই এস বিভাগ
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন
৩০-৩১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

(ঘ) ইন্সুলেটর, স্যানিটারিওয়্যার ও ফায়ার ব্রিকস বিক্রয়ঃ

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ ইন্সুলেটর ও স্যানিটারিওয়্যার ফ্যাক্টরী লিঃ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মে পর্যন্ত ১১৯৩ মেঃ টন স্যানিটারিওয়্যার বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৬০১.১০ মেঃ টন, মে পর্যন্ত ১১৯২ মেঃ টন ইন্সুলেটর বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৪৫২.৮১ মেঃ টন এবং ১০৭.০১ মেঃ টন ফায়ার ব্রিকস বিক্রয় করতে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া ক্রেতাদের চাহিদা কম থাকায় ফায়ার ব্রিকসের বিক্রয় কম হয়েছে। উক্ত কারখানা ডিলারের মাধ্যমে ছাড়াও টেন্ডার এবং বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট সরাসরি মালামাল বিক্রয় করে থাকে।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বিসিআইসি'র আর্থিক কর্মকান্ডঃ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণী	২০১৭-২০১৮ (মে, ২০১৮ পর্যন্ত)
১।	কারখানার সংখ্যা	১২টি
২।	উৎপাদন	১৪৭৩.৬৯
৩।	বিক্রয়	১৭০০.১২
৪।	জাতীয় কোষাগারে অর্থ প্রদান	১৬৬.১৭
৫।	ডিএসএল প্রদান	১৮০.৫০

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সিএফআর এবং এফওবি মূল্যের ভিত্তিতে সংস্থা কর্তৃক কর্ণফূলী ফার্টিলাইজার কোম্পনী (কাফকো) ও বহিঃর্বিশ্ব হতে আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে আমদানীকৃত ইউরিয়া সারের পরিমাণ এবং সরকার হতে প্রাপ্ত ট্রেড-গ্যাপের অর্থের পরিমাণ (সাময়িক) নিম্নে দেয়া হলঃ

বৎসর	আমদানীকৃত ইউরিয়া (মেঃ টন)	আমদানী বাবদ মোট ব্যয় (কোটি টাকা)	আমদানীকৃত সারের বিক্রয় মূল্য (কোটি টাকা)	ট্রেড-গ্যাপের পরিমাণ (কোটি টাকা)	সরকার হতে প্রাপ্ত ট্রেড-গ্যাপের পরিমান (কোটি টাকা)
২০১৭-২০১৮ (মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত)	১২,১১,৭১৭	২৭০১.৬৮	১৬৯৬.৪০	১০০৫.২৮	১০০৫.২৮

মোঃ গোলাম মোস্তফা
হিসাব কর্মকর্তা
এমআই এস বিভাগ
বিসিআইসি, ঢাকা।

মমতাজ বেগম
মহাব্যবস্থাপক
এমআই এস বিভাগ
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন
৩০-৩১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।